NOV. 18 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

কাজের অগ্রগতি দেখতে আকস্মিক বিভিন্ন প্রেস পরিদর্শনে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিতে সরকার সচেষ্ট

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়ার জন্য বর্তমান সরকার সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কাজ সরজমিনে পরিদর্শনের জন্য আকস্মিকভাবে গতকাল (শনিবার) নগরীর কয়েকটি প্রিন্টিং প্রেসে যান। তিনি আরামবাগ, নয়াপল্টন ও মালীবাগ এলাকার বিভিন্ন প্রেস পরিদর্শনকালে মালিক, ম্যানেজার ও শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে আলাপ করে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হন এবং যথাসময়ে ছাপার কাজ

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

শেষ করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে এই দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান। এই পরিদর্শনের সময় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সাথে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ সফিউর রহমান ছিলেন।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১৫০টি প্যাকেজে ৪ কোটি ৭৩ লাখ বই এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২৯৬টি প্যাকেজে ১ কোটি ৯৩ লাখ বই ছাপার কাজ চলছে। দিনরাত পুরোদমে বই মুদ্রণের কাজ চলছে

বলে প্রেসের শ্রমিকরা প্রতিমন্ত্রীকে জানান। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই আগামী ২৯ নভেম্বর এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বই ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই 'প্রিন্টিং প্রেসগুলো' সরকারকে সরবরাহ করতে সক্ষম হবে বলে তারা সবাই আশাবাদী। ইতোমধ্যেই শতকরা ৭৫ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে বলে তারা জানান। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব এহছানুল হক মিলন বলেন, এবার যারা দ্রুতগতিতে মানসম্পন্ন কাজ করবে আগামীতে বোর্ডের কাজ প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ক্রমে পুরান ঢাকাসহ অন্যান্য প্রিন্টিং প্রেসও পরিদর্শনে যাবেন। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ সফিউর রহমান বলেন, ঢাকাতেই ২০টি মনিটরিং টীম পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ নিয়মিত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করছে। বোর্ডের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি টাস্ক ফোর্স মনিটরিং টীমের কাজ তত্ত্বাবধান করছে।